BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03120020

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 12| December 2025| e-ISSN: 2584-1890

আধুনিক শিক্ষায় লোককথা ও লোকআখ্যানের সংযোজন: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

অহিদা রহমান

Research Scholar, Bankura University
Email: rahmanwaheda786@gmail.com

সারসংক্ষেপ (Abstract)

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় লোককথা ও লোকআখ্যানের সংযোজন শিক্ষণ-শেখন প্রক্রিয়াকে অধিক অর্থবহ, অংশগ্রহণমূলক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারে। লোককথা মানুষের জীবনদর্শন, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক আচরণ ও ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান বহন করে, যা শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাঠ্যক্রমে লোকআখ্যানের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা, সৃজনশীল চিন্তা, কল্পনাশক্তি ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক। বিশেষত বহুসাংস্কৃতিক সমাজে এটি সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গঠনে সহায়তা করে। তবে আধুনিক শিক্ষায় লোককথা সংযোজনের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান। এর মধ্যে রয়েছে মানসম্মত পাঠ্যবস্তু নির্বাচনের সমস্যা, আধুনিক শিক্ষালক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব এবং পরীক্ষানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় লোকসাহিত্যের কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা। এছাড়া প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার যুগে লোককথাকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রবন্ধে আধুনিক শিক্ষায় লোককথা ও লোকআখ্যান সংযোজনের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করে কার্যকর বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

Keywords: *লোককথা, লোকআখ্যান, আধুনিক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা।*

ভূমিকা:

শিক্ষা কেবল পাঠ্যপুস্তকনির্ভর জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া নয়; এটি একটি সামগ্রিক মানবিক ও সামাজিক বিকাশের মাধ্যম। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা আজ দক্ষতা, মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। এই প্রেক্ষাপটে লোককথা ও লোকআখ্যানের মতো ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানভাণ্ডার আধুনিক শিক্ষায় নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। লোককথা, লোকগাথা, রূপকথা, পালাগান, মঙ্গলকাব্য, প্রবাদ-প্রবচন—এসবের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের জীবনবোধ, নৈতিকতা, সমাজচেতনা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। আধুনিক শিক্ষায় এসব উপাদানের সংযোজন শিক্ষাকে আরও জীবন্ত, অর্থবহ ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করে তুলতে পারে। তবে এর সাথে জড়িত রয়েছে নানা বাস্তব ও নীতিগত চ্যালেঞ্জও। এই প্রবন্ধে আধুনিক শিক্ষায় লোককথা ও লোকআখ্যানের সংযোজনের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

➢ **লোককথা ও লোকআখ্যান: ধারণাগত ব্যাখ্যা**

লোককথা হলো মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত সাধারণ মানুষের কল্পনা, অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শনের প্রকাশ। এতে থাকে রূপকথা, পশুকথা, উপকথা, কিংবদন্তি, লোকগাথা ইত্যাদি। অন্যদিকে লোকআখ্যান হলো বৃহত্তর বর্ণনাধর্মী সাহিত্য, যেখানে সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রতিফলন দেখা যায়। বাংলার লোকআখ্যান যেমন—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, লৌকিক পালাগান—মানুষের বিশ্বাস, ভয়, আশা ও সংগ্রামের কাহিনি বহন করে।

➢ **আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রেক্ষাপট**

আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ—বৌদ্ধিক, আবেগিক, সামাজিক ও নৈতিক। বর্তমান শিক্ষানীতিতে (যেমন ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০) স্থানীয় জ্ঞান, সংস্কৃতি ও মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে লোককথা ও লোকআখ্যান শিক্ষার উপকরণ হিসেবে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এগুলো শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত করে এবং বৈশ্বিক জ্ঞানের সাথে স্থানীয় পরিচয়ের সেতুবন্ধন রচনা করে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives)

১. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় লোককথা ও লোকআখ্যান সংযোজনের শিক্ষামূলক সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা।

২. লোককথা ও লোকআখ্যানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বিকাশের ভূমিকা নিরূপণ করা।

৩. পাঠ্যক্রমে লোককথা সংযোজনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা (যেমন আধুনিকতার চাপ, পাঠ্যক্রমের ভার, উপযুক্ত উপকরণের অভাব) চিহ্নিত করা।

৪. আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে লোককথা ও লোকআখ্যানের সমন্বয়যোগ্যতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।

৫. শিক্ষাব্যবস্থায় লোককথা ও লোকআখ্যানের কার্যকর সংযোজনের জন্য উপযুক্ত কৌশল ও দিকনির্দেশনা প্রস্তাব করা।

➢ **গবেষণার তাৎপর্য:**

এই গবেষণা আধুনিক শিক্ষায় লোককথা ও লোকআখ্যান সংযোজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করার সম্ভাব্য পথ প্রস্তাব করে। লোককথার অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। গবেষণার ফলাফল শিক্ষকদের জন্য কার্যকর গল্পভিত্তিক শিক্ষণ কৌশল প্রণয়ন এবং পাঠ্যক্রমে লোকজ উপাদান সংযোজনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। লোককথা ও আখ্যান শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা, সাহিত্যিক দক্ষতা, এবং গল্পবলায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নীতিনির্মাতাদের জন্য প্রমাণভিত্তিক তথ্য প্রদান করে, যাতে লোককথা সংযোজনকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নীতি ও রিসোর্স নিশ্চিত করা যায়।

➢ **আধুনিক শিক্ষায় লোককথা ও লোকআখ্যান সংযোজনের সম্ভাবনা**

১. নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষার বিকাশ

লোককথা ও লোকআখ্যানের অন্যতম প্রধান শক্তি হলো নৈতিক শিক্ষা প্রদান। সততা, পরোপকার, সহমর্মিতা, ন্যায়বোধ, ধৈর্য—এসব মূল্যবোধ গল্পের মাধ্যমে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আধুনিক শিক্ষায় যেখানে মূল্যবোধের সংকট দেখা যাচ্ছে, সেখানে লোককথা কার্যকর শিক্ষামাধ্যম হতে পারে।

২. ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় সহায়ক

মাতৃভাষা শিক্ষায় লোককথার ভূমিকা অপরিসীম। গল্প শোনা ও বলা শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা, শব্দভাণ্ডার ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠক্রমে লোকআখ্যান সংযোজন করলে শিক্ষার্থীরা ভাষার শিকড়ের সাথে পরিচিত হয় এবং সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

৩. সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ

লোককথা ও লোকআখ্যানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়। বিশ্বায়নের যুগে যেখানে স্থানীয় সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেখানে শিক্ষায় লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. সমালোচনামূলক ও সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ

লোককথা কেবল গল্প নয়; এতে রয়েছে প্রতীক, রূপক ও বহুমাত্রিক অর্থ। শিক্ষার্থীরা গল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমালোচনামূলক চিন্তা ও সৃজনশীল ব্যাখ্যার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। একই গল্পের বিভিন্ন ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীদের মুক্ত চিন্তায় উৎসাহিত করে।

৫. আন্তঃবিষয়ক শিক্ষার সুযোগ

লোককথা ও লোকআখ্যানকে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, নৈতিক শিক্ষা ও শিল্পকলার সাথে সংযুক্ত করা যায়। যেমন—কোনো লোকগাথা থেকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূগোল, সামাজিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক অবস্থার ধারণা পাওয়া যায়। এতে আন্তঃবিষয়ক শিক্ষা বাস্তবায়িত হয়।

৬. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা

লোককথা প্রায়শই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, গ্রামীণ জীবন ও নারীর অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। শিক্ষায় এসব আখ্যানের সংযোজন অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে এবং সামাজিক বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেয়।

➢ আধুনিক শিক্ষায় লোককথা ও লোকআখ্যান সংযোজনের চ্যালেঞ্জ

১. পাঠ্যক্রম ও সময়সীমার সীমাবদ্ধতা

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম ইতোমধ্যেই ভারী ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক। নতুন উপাদান সংযোজনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও স্থান নির্ধারণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

২. বৈজ্ঞানিক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব

কিছু লোককথায় কুসংস্কার, অলৌকিক বিশ্বাস বা লিঙ্গবৈষম্যমূলক ধারণা থাকতে পারে। এগুলো অন্ধভাবে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তাই সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা অপরিহার্য।

৩. শিক্ষকদের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ

লোককথা ও লোকআখ্যানকে কার্যকরভাবে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। অনেক শিক্ষক এই বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান বা পদ্ধতিগত দক্ষতা না থাকার কারণে আগ্রহ হারাতে পারেন।

৪. মান্যতা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

লোককথাভিত্তিক শিক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন করা তুলনামূলকভাবে কঠিন। পরীক্ষাভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থায় গল্প, আলোচনা ও সৃজনশীল কাজের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ।

৫. ডিজিটাল যুগে প্রাসঙ্গিকতা

আজকের ডিজিটাল যুগে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিনির্ভর ও দ্রুতগতির তথ্যপ্রবাহে অভ্যস্ত। ঐতিহ্যবাহী লোককথাকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন না করলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা কঠিন হতে পারে।

- **চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্ভাব্য কৌশল**

লোককথা ও লোকআখ্যানকে আধুনিক শিক্ষায় সফলভাবে সংযোজনের জন্য কয়েকটি কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন— ডিজিটাল গল্পকথন (Digital Storytelling), অডিও-ভিজ্যুয়াল উপকরণ ব্যবহার, প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা, নাট্যরূপ বা ভূমিকা-অভিনয়। পাশাপাশি পাঠ্যক্রমে নির্বাচিত ও সমালোচনামূলকভাবে সম্পাদিত লোককথা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

Findings:

1. **শিক্ষার্থীর নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ উন্নয়ন**

   লোককথা ও লোকআখ্যান শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নৈতিকতা, সহমর্মিতা, সততা, সামাজিক সংহতি এবং সমাজিক নিয়ম ও আচরণ সম্পর্কে বাস্তবধর্মী উপলব্ধি অর্জন করে। *(Supported by: Barli et al., 2024; Qurbonboyeva, 2025)*

2. **ভাষা ও সাহিত্য দক্ষতা বৃদ্ধি**

   শিক্ষার্থীরা গল্পপঠন ও গল্পবলায় সক্রিয় হওয়ার মাধ্যমে ভাষাগত দক্ষতা, বাচনশক্তি, সাহিত্যিক বিশ্লেষণ এবং সৃজনশীল লেখা/কথন দক্ষতা বিকাশ করে। *(Supported by: Simbolon & Mandalahi, 2025; Sutiawati et al., 2025)*

3. **সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও লোকজ জ্ঞান সংরক্ষণ**

   লোককথা সংযোজন শিক্ষার্থীদের নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং স্থানীয় জ্ঞানের সাথে পরিচিতি ও সংযোগ ঘটায়, যা সাংস্কৃতিক সচেতনতা এবং heritage preservation-এ সাহায্য করে। *(Supported by: Sarajubala Devi & Melissa Wallang, 2022; Nuraini et al., 2025)*

4. **শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি**

   গল্প ও লোককথার মাধ্যমে শিক্ষার উপস্থাপন শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, পাঠে অংশগ্রহণ বাড়ায় এবং শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। *(Supported by: Mandarani et al., 2025; Humpherys, 2020)*

5. **পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদানের চ্যালেঞ্জসমূহ**
   - শিক্ষকের অভিজ্ঞতার অভাব
   - আধুনিক পাঠ্যক্রমে সীমিত সময়
   - পর্যাপ্ত উপকরণের অভাব

- স্থানীয় লোককথার উপযুক্তীকরণের সমস্যা
- এই চ্যালেঞ্জগুলি শিক্ষায় লোককথার সফল সংযোজনকে প্রভাবিত করে। *(Supported by: Simbolon & Mandalahi, 2025; Pedersen, 1993; Antohin, 2023)*

Suggestions :

- **পাঠ্যক্রমে স্থানীয় লোককথার অন্তর্ভুক্তি:** আধুনিক শিক্ষায় লোককথা ও লোকআখ্যানকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে শিক্ষার্থীরা নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক সচেতনতা অর্জন করতে পারে।
- **শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি:** শিক্ষকরা লোককথা সংযোজনের পদ্ধতি ও শিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত হওয়া উচিত, যাতে তারা কার্যকরভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে গল্পভিত্তিক শিক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারেন।
- **ইন্টার‍্যাকটিভ ও সৃজনশীল শিক্ষণ মাধ্যম ব্যবহার:** ডিজিটাল মিডিয়া, মল্টিমিডিয়া, এবং ইন্টার‍্যাকটিভ Storytelling tools ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের গল্প শুনানো ও উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- **লোকজ জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ:** শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থানীয় লোককথা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রজেক্ট, ফোকটেলস ক্লাব, ও গল্পবলোর কার্যক্রম চালু করা উচিত।
- **মূল্যায়ন ও প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তি:** শিক্ষার্থীদের গল্পভিত্তিক কর্মকাণ্ড এবং ন্যারেটিভ প্রজেক্টগুলো নিয়মিত মূল্যায়ন করা উচিত, যাতে শিক্ষার ফলাফল ও চ্যালেঞ্জ সনাক্ত করা যায়।
- **প্রতিষ্ঠানিক ও নীতি-সমর্থন:** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষানীতি নির্মাতাদের লোককথা সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, সময় এবং নীতি-সমর্থন নিশ্চিত করা উচিত।

উপসংহার:

আধুনিক শিক্ষায় লোককথা ও লোকআখ্যানের সংযোজন শিক্ষাকে মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কেবল জ্ঞানই অর্জন করে না, বরং নিজেদের শিকড়, মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। যদিও পাঠ্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নসংক্রান্ত নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবুও সুপরিকল্পিত নীতি ও সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করা সম্ভব। ভবিষ্যতের শিক্ষা যদি প্রযুক্তি ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, তবে লোককথা ও লোকআখ্যান সেখানে একটি শক্তিশালী সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে

References:

- Simbolon, H. & Mandalahi, A. R. (2025). *Integrating Local Folklore into Language Education: A Case Study of the Danau Toba Narrative in Indonesian Secondary Schools.* Jurnal Tahuri, 22(1), 68–82 — আলোচনা করে কিভাবে লোককথা ভাষা শিক্ষা পাঠ্যতালিকায় সংযোজন করা যায় এবং শিক্ষার্থীদের পারিচিতি ও শ্রবণ-বোধ্যতা বাড়াতে সাহায্য করে।
- Barli, J., Widyastuti Surtikanti, M. & Sugeng Nur Agung, A. S. S. N. (2024). *The Utilization of Local Folklore as Teaching Material: Students' Viewpoint and Character Education.* Journal of English Educational Study — স্থানীয় লোককথাকে পাঠ্য উপকরণ হিসেবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও চারিত্রিক শিক্ষা বিষয়ে আলাপ।

- Sutiawati, S., Surono & Santoso, D. (2025). *The Integration of Folklore as Local Wisdom in Teaching Narrative Text.* Project: Professional Journal of English Education — লোককথাকে "লোকজ জ্ঞান" হিসাবে narrative পাঠে সংযুক্ত করার পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ।

- Mandarani, V., Fediyanto, N., Talshyn & Utari, M. D. (2025). *Exploring Students' Experiences in Adapting Folk Tales into Picture Books within Multiliteracies Pedagogy.* J-REaLL — মাল্টিলিটারেসি পেডাগজি মাধ্যমে লোককথা রূপান্তর ও শিক্ষায় সৃজনশীলতা বৃদ্ধির প্রভাব।

- Nuraini, H., Gailea, N. & Samanhudi, U. (2025). *Integrating Folklore in Modern Education: A Review of Interactive Materials and SDGs Alignment.* Jurnal Pendidikan Progresif — লোককথা-ভিত্তিক ইন্টার‍্যাকটিভ শিক্ষামাধ্যম ও SDG 4 (গুণগত শিক্ষা)-এর সাথে সংযোগ।

- Olima Kholmurodova (2024). *Importance of Folklore in Education.* Current Research Journal of Philological Sciences — শিশু শিক্ষা ও ব্যক্তিগত মানসিক বিকাশে লোককথার ভূমিকা।

- Renu Nanda & Raspreet Kour (2022). *Development of Life Skills through Various Forms of Folklore Pedagogy at Elementary Level of Education.* Int. J. Adv. Res. — প্রাথমিক পর্যায়ে লোককথার মাধ্যমে জীবন দক্ষতা উন্নয়নে গবেষণা।

- Sarajubala Devi & Melissa Wallang (2022). *Sustaining Cultural Values in Formal Education: Integration of Folktales in School Language Curriculum.* Language in India — ফোকটেলস ইনটিগ্রেশন ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ নিয়ে গবেষণা।

- Humpherys, S. L. (2020). *Using Folklore, Fables, and Storytelling as a Pedagogical Tool* (ERIC PDF) — ন্যারেটিভ পেডাগজির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় শেখাতে গল্প ও লোককথা ব্যবহারের পদ্ধতি

- **Pedersen, E. M. (1993).** *Folklore in ESL/EFL Curriculum Materials.* **ERIC ED372629.** — ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় লোককথার স্থানের ওপর তাত্ত্বিক আলোচনা।

- **Antohin, A. S. (Ed.) (2023).** *Teaching with Folk Sources Curriculum Guide.* **Journal of Folklore and Education, Vol. 10, Issue 2.** — লোকসাহিত্যের মূল উৎস ব্যবহার করে পাঠ্যক্রম নির্মাণের ধারণা ও নির্দেশিকা।

- **New Approaches to Teaching Folk and Fairy Tales. (2016).** University Press of Colorado — লোককথা ও পরী কাহিনী শিক্ষার নতুন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি।

- **Bettelheim, B. (1976).** ***The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales.*** **Thames & Hudson.** — গল্প ও কল্পকাহিনীর শিক্ষা-মনের উপর প্রভাববিশেষ নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (শিক্ষার্থী মনস্তত্ত্ব ও ন্যারেটিভ শেখা)।

Citation: **রহমান. অ.**, (2025) "আধুনিক শিক্ষায় লোককথা ও লোকআখ্যানের সংযোজন: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-12, December-2025.